ঝিনাইদহে অধ্যক্ষকে অবরুদ্ধ, পদত্যাগে বাধ্য করলেন শিক্ষার্থীরা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে শোয়াইব নগর কামিল মাদরাসার অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদাকে তার অফিস কক্ষে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ রেখে পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করে নিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

রবিবার (২৬ জানুয়ারি) দুপুর দেড়টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। সে সময় মাদরাসার শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে থাকে।

জানা যায়, গত ২৪ জানুয়ারি শুক্রবার মাদরাসার কম্পিটার ল্যাবটি ভাড়া দেওয়া হয়। ওই সময় ল্যাবে ভাড়া নেওয়া প্রশিক্ষনার্থীরা নাচ-গান করে। সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। মাদরাসায় নাচ-গানের ভিডিও ছড়িয়ে পড়া নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করে।

পরে রবিবার সকালে মাদরাসা খোলা হলে শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবি করে। পরে অধ্যক্ষের কক্ষে ভেতর থেকে দরজা আটকিয়ে ৪ ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রেখে বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন শিক্ষার্থীরা। তখন কালীগঞ্জ থানার ওসি শহিদুল ইসলাম মাদরাসায় উপস্থিত হয়ে অফিস কক্ষের দরজা খোলার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। পরে বাধ্য হয়ে দুপুর ২টার দিকে জেলা প্রশাসক বরাবর লেখা পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করার পর নিজ কক্ষ থেকে বের হয়ে আসেন অধ্যক্ষ মোহাম্মদ নুরুল হুদা।

এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দেদারুল ইসলাম বলেন, একজন অধ্যক্ষকে এভাবে জোরপূর্বক পদত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করে নেওয়া কাম্য নয়। আমি শিক্ষার্থীসহ ওই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বরতদেও আমার কার্যালয়ে ডেকেছি। আশা করি এর একটা সুরহা করতে পারবো।

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষকে বিদায়ী সংবর্ধনা

ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ ও শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের সভাপতি কর্ণেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ানকে বিদায়ী সংবর্ধনা প্রদাণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজ মিলনায়তনে বিদায়ী সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কাশেমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিদায়ী সভাপতি কর্ণেল এস এম রাকিব ইবনে রেজওয়ান।

এ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, ক্যাডেট কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল শফিক উদ্দিন, এ্যাডজুট্যান্ট সরফরাজ নেওয়াজ, মেডিকেল অফিসার মেজর ডা: নুরুজ্জামান তুর্য। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন, শিশুকুঞ্জ স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী অধ্যাপক আব্বাস উদ্দিন, শিশু কুঞ্জ স্কুলের শিক্ষক মৃনালিনী সরকার, মিজানুর রহমান।

আলোচনা সভার শুরুতে সভাপতিকে সংবর্ধণা প্রদাণ করা হয়। এর আগে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে বিদায়ী অতিথিকে সম্মাননা দেওয়া হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের সংবাদ সম্মেলন

গাংনীর মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, হয়রানী ও মানহানিমুলক কথা বলার প্রতিবাদ এবং জন্ম সাল নিয়ে যে

বিভ্রান্তিমুলক অপপ্রচার চলছে তারই প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী।

আজ শুক্রবার সকাল ১০ টায় গাংনী মহিলা কেেলেজর সভা কক্ষে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেনে লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন অধ্যক্ষ মো: খোরশেদ আলী। তিনি বলেন,আমি গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধক্ষ্য। ১৯৯৫ সাল থেকে এযাবত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করে আসছি। সমপ্রতি দেশে একটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটেছে।এই সুযোগে হঠাৎ করে অত্র কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাজেদুল ইসলাম বুলু কলেজে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃস্টি করার জন্য আমার নামে বিভিন্ন মিথ্যাচার বানোয়াট ও ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করেছে। সাজেদুল ইসলাম বুলু যে বিষয়ে পড়ান দীর্ঘ ২২ বছর সেই বিষয়ে কোন ছাত্রী ভর্তি না করায় তাকে ক্লাশে উপস্থিত থাকতে হয়না। তিনি কলেজে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বাড়িতে গিয়ে প্রাইভেট পড়ান এবং মাস শেষে কলেজের বেতন ভোগ করেন। এর প্রতিবাদ করায়, সে একাধিকবার আমাকে অপদস্থ করেছে। সে শিক্ষার্থীদের সামনে দুইজন শিক্ষক কে মেরে আহত করে।

এছাড়া অর্থনীতি বিভাগের সহকারি অধ্যাপক বেদারুল আলম এমন পরিস্থিতিতে কলেজে এসে নিজেকে কলেজের অধ্যক্ষ ঘোষনা দিয়েছেন এবং শিক্ষকদের হাজিরা খাতা বগলে করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বলে বেড়াচ্ছেন কলেজ আমার কথায় চলবে এবং অধ্যক্ষের ঘরে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

সংবাদ সম্মেলনে কলেজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী আরও বলেন,তাদের অভিযোগ আমার জন্ম তারিখ সংক্রান্ত। আমি মহা: খোরশেদ আলী ও আমার ছোটভাই মুরাদ হোসেন ক্লাশ ওয়ান থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত এক সাথে লেখাপড়া করি। এলাকার সকলে মনে করতো আমরা দুজন জমজভাই। আমার যিনি বড়ভাই মো : মুজাহিদ হাসান সে আমার চেয়ে দুই বছরের বড়।তার এসএসসি ১৯৭৮ সালে।আমার আর মুরাদের এসএসসি ১৯৮০ সালে। মুজাহিদের জন্ম তারিখ সার্টিফিকেট অনুযায়ী করা হয়েছে ১/১/১৯৬৪ সাল। আর আমার জন্ম তারিক এসএসসি সার্টিফিকেট এ করা হয়েছে ৩১/১২/১৯৬৩ সাল। অর্থাৎ বড় ভাইয়ের চেয়ে আমাকে এক বছরের বড় বানিয়ে দেয়া হয়েছে। বাবা মায়ের দায়িত্বহীনতার কারনে বয়সের বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই না। পরে কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে আমরা বয়স সংশোধন করা হয়েছে। পরে শিক্ষা বোর্ড থেকে বিধি মোতাবেক বড় ভাইয়ের এক বছরের ছোট করে আমার জন্ম তারিখ করা হয় ৩১/১২/১৯৬৫ সাল। সাজেদুল ইসলাম বুলু ও বেদারুল

ইসলাম গত ২৪ সেপ্টেম্বর গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন করে। আমি এসবের তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দে জানাই।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন ২০২০ সাল থেকে ২০২৪ সালে নিয়োগের ক্ষেত্রে কোনো টাকার লেনদেন হয়নি। এবং বিগত দিনেও কলেজে নিয়োগ বাণিজ্য করা হয়নি। আমি অর্থ ও পাচুর্য্য বিলাশী নই। আমি আজও একটি ভাল বাড়ি বানাতে পারিনি। আজও ভাড়া বাড়িতে বসবাস করি।

সংবাদ সম্মলনে কলেজের সহকারি অধ্যক্ষ হারুন অর রশীদ রবি,মো: রমজান আলী,ও গণমাধ্যম কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ ও সভাপতিকে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবর ও অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগের দাবীতে মানববন্ধন করেছেন দুজন শিক্ষক ও এলাকাবাসী। তবে দুজন শিক্ষকের মধ্যে সাজেদুর রহমান বুলুর বিরুদ্ধেও নানা অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন সিনিয়র শিক্ষক অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক বেদারুল আলম।

স্থানীয় এলাকাবাসীর ব্যানারে গতকাল মঙ্গলবার ১১ টার সময় মেহেরপুর— কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদ গেটে এই মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

পৌর বিএনপির নেতা শাজাহান সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে কলেজের আরেক শিক্ষক সহকারি অধ্যাপক সাজেদুর রহমান বুলু বলেন, ঐতিহ্যবাহী মহিলা ডিগ্রি কলেজের ম্যানেজিং সভাপতি করার জন্য এলাকার সর্বজন শ্রদ্ধেয়, গ্রহণযোগ্য ও শিক্ষীত ব্যাক্তির নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু দুনীর্তিবাজ অধ্যক্ষ

অধ্যক্ষ খোরশেদ ও সভাপতি জাফরকে দূর্ণীতিবাজ আখ্যা দিয়ে অপসারণের দাবি

গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজে অনিময়মতান্ত্রিক উপায়ে গভর্নিং বডির এডহক কমিটিতে বিতর্কিত বিএনপি নেতা জাফর আকবরকে সভাপতি মনোনীত করার জেরে ফুঁসে উঠেছে এলাকাবাসি।

এডহক কমিটির সভাপতি জাফর আকবরকে টিনচোর ও দূর্ণীতিবাজ আখ্যা দিয়ে তাকে কমিটি থেকে বহিস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এনিয়ে গতকাল সোমবার সকাল ১০ টার সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের প্রধান গেটে মানববন্ধনের ডাক দিয়েছেন তারা।

একটি সূত্র জানায়, সম্প্রতি গাংনী মহিলা ডিগ্রি কলেজের এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে।

একটি সূত্র জানায়,গাংনীর শির্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এলাকা সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুর রাজ্জাকের নাম প্রস্তাব করেন। দূর্ণীতিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক সেই দাবিকে পাঁশ কাটিয়ে এলাকার বিতর্কিত ব্যক্তি জাফর আকবরকে সম্প্রতি গভর্নিং বডির এডহক কমিটি গঠনের লক্ষ্যে জাফর আকবরকে সভাপতি ও বালিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সদ্য অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সাহাব উদ্দীনকে বিদ্যেুাৎসাহি সদস্য নিয়োগ দেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর।

বিষয়টি প্রকাশ পাওয়ার পর পরই ফুঁসে ওঠে স্থানীয়রা। এনিয়ে গত রোববার (২২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গাংনী পৌর বিএনপি নেতা শাহাজাহান সেলিম, গাংনী উপজেলা জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা জামাল উদ্দীন ও পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক মনিরুজ্জামান মনিসহ বিএনপি নেতাকমীর্রা মহিলা কলেজে গিয়ে প্রতিবাদ জানান। এবং বিতর্কিত এডহক কমিটি বাতিলের দাবী জানান।

তারা বলেন, অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় গোপনে কমিটি গঠন করার জন্য শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন।

এদিকে অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর বহিস্কারের দাবিতে বিক্ষুব্ধ বিএনপি নেতাকর্মীরা তার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেন। এসময় অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী কলেজ থেকে পালিয়ে যান বলে জানান বিক্ষুব্ধরা।

এদিকে আজকের মানববন্ধন থেকে দূর্ণীতিবাজ সভাপতি জাফর আকবর ও নিয়োগে অর্থবাণিজ্যকারী অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগই পারে মহিলা ডিগ্রি কলেজের লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে, গাংনী মহিলা কলেজের দূর্ণীতিবাজ অধ্যক্ষ খোরশেদ আলীর পদত্যাগ চাই দাবি করবে মানববন্ধনকারীরা।

একটি গোপন সূত্রে জানা গেছে, কলেজের ভাইস প্রিন্সীপালের পদটি শূন্য হয়েছে। এই পদটিতে নিয়োগ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যেই অধ্যক্ষ খোরশেদ আলী তার অনুগত ব্যক্তিকে কমিটির সভাপতি করতেই গোপনে শিক্ষা বোর্ডে নাম প্রস্তাব পাঠিয়েছেন

ঝিনাইদহের সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজের অধ্যক্ষ আ কা ম মামুনুর রহমানের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাত সহ নানা অনিয়মের অভিযোগে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী কর্মকর্তা, কর্মচারী মিলে মানববন্ধন পালন করেন।

মানববন্ধনে অংগ্রহণকারী বলেন, তিনি অধ্যক্ষ হিসাবে নিয়োগ পাওয়ার শুরু থেকেই নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি নামক ব্যাধিতে মারাত্মকভাবে জড়িয়ে পড়েন। কলেজটি জাতীয়করণ ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে তিনি আরো বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। শুধু তাই নয় তার নিজের নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়মের প্রশ্ন উঠেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, উপজেলার ভাটই বাজার এলাকায় কুষ্টিয়া-খুলনা মহাসড়কের পাশেই কলেজটির অবস্থান। অধ্যক্ষ মামুনুর রহমান প্রায়ই

হয়েছে। ১০ আগস্ট ২০১৭ সালে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার নিয়োগের সার্কুলারটি জাল করে একই ডেটে একই পত্রিকা টেম্পারিং করে ১২ জন শিক্ষক ও কর্মচারী নিয়োাগ দেয়া হয়েছে। ১০ আগস্ট ২০১৭ দৈনিক খবর পত্র পত্রিকার ১২ জন শিক্ষক নিয়োগের সার্কুলারটি জাল করে একই ডেটে সোনালী খবর পত্রিকা টেম্পারিং করে ৮ জন শিক্ষক ও ৪ জন কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছে। ১০ জানুয়ারি ২০১৫ দৈনিক সমকাল পত্রিকায় বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ডিগ্রী কলেজের কোন সার্কুলার না থাকলেও তিনি ওই পত্রিকার টেম্পারিং করে ১১ জন শিক্ষক ও তৃতীয় শ্রেণির ৭ জনকে নিয়োগ দেন। যা মূল পত্রিকার সাথে কোন মিল নেই।

দৈনিক সোনালী খবর পত্রিকার ভুয়া সার্কুলার দেখিয়ে একজন কম্পিউটার অপারেটর একজন স্টোরকিপার একজন এমএলএসএস নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। যার কোন সার্কুলারই নেই ঐ পত্রিকায়। এভাবে অবৈধ নিয়োগের মাধ্যম ২ থেকে ৩ কোটি টাকা নিয়োগ বাণিজ্য করে আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ করেন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও এলাকাবাসী। এবিষয়ে সরকারি বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল কলেজে অধ্যক্ষ আ কা ম মামুনুর রহমান মুঠো ফোনে(০১৭১৮৬০৭৬৬২) একাধিকবার কল করেও পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষের বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদারের অবসরোত্তর ছুটিতে গমন উপলক্ষ্যে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ সময় কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে এবং শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতুর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংবর্ধিত অধ্যক্ষ প্রফেসর শফিউল ইসলাম সরদার, সদ্য বিদায়ী উপাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক।

যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান টিপু আর নেই

মেহেরপুর সদর উপজেলার যাদুখালী স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তাফিজুর রহমান টিপু হৃদরোগে আ্ক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ শনিবার বিকাল ৩টার দিকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। এর আগে তার নিজ গ্রাম মুজিবনগরের গোপালপুরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষনা করেন।

মোস্তাফিজুর রহমান টিপু মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সহসভাপতি প্রয়াত আব্দুল মান্নান মাস্টারের ছেলে।

এদিকে শহরের কাসারীপাড়াস্ত বাসভবেন তার মরদেহ নেওয়া হয়েছে। বিকালে নিজ গ্রাম গোপালপুরে নেওয়া হবে।

তাঁর এ অকাল মৃত্যুতে শোক জানিয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের প্রকাশক এম এ এস ইমন, সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মাহাবুব চান্দুসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

গাংনীর বি এন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ’র বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বিএন কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আ.ফ.ম আলিমুজ্জামানের বিরুদ্ধে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৭-২৮ শিক্ষাবর্ষের একাদশ

শেণীর ১৮ জন শিক্ষার্থীর উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে।

দুই দফায় দুই হাজার একশত টাকা করে ৩৭ হাজার আট’শ টাকা আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। শিক্ষাথীদের টাকা উঠানোর ক্ষেত্রে শ্বশুর, স্ত্রী ও ভাইসহ নিকট আত্মিয়ের রকেট নাম্বার ব্যবহার করেছেন বলে অনুসন্ধানে জানা গেছে।

তবে অভিযুক্ত সাবেক অধ্যক্ষ জানান, শিক্ষার্থী ড্রপ হয়ে যাওয়ায় তাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তাদের টাকা সংরক্ষিত রয়েছে।

অভিযোগ পত্রে জানা গেছে, ২০১৮-১৯ শিক্ষা বর্ষে ১৫ জন শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে ৬ জন টাকা উত্তোলন করতে পেরেছেন। বাকি ৯ জন পারেননি। এই নয় জনের মধ্যে শারমিনা আক্তার, রাবিয়া খাতুন, শ্যামলী খাতুন টাকা পায়নি জানিয়ে কলেজে লিখিত অভিযোগ করলে কলেজ কর্তৃপক্ষের নজরে আসে। পরে বিষয়টি নিয়ে গত ২১ জুলাই বর্তমান ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও সভাপতি স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগপত্র জেলা প্রশাসকের কাছে দেওয়া হয়। তার প্রেক্ষিত গত ২৬ আগস্ট বুধবার জেলা শিক্ষা অফিসারের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি প্রাথমিক তদন্ত করেন।

খোঁজ নিয়ে আরো জানা যায়, ২০১৭-১৮ অর্থবছরেও ১৫ জনের মধ্যে নয় জনই টাকা উত্তোলন করতে পারেননি। ওই শিক্ষাবর্ষে যারা উপবৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তারা হলেন- মোছাঃ আছমা খাতুন, মোছাঃ আফরোজা খাতুন, মোছাঃ নাজমিন খাতুন, মনোয়ারা খাতুন, মোছাঃ খুশি খাতুন, মোছাঃ মিম খাতুন, উম্মে সালমা, মোছাঃ লিমোনা খাতুন, মোছাঃ রেজবিনা খাতুন।

এ ব্যাপােও অভিযুক্ত সাবেক অধ্যক্ষ আ ফ ম আলিমুজ্জামান মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, কলেজে অনেক সময় ড্রম শিক্ষার্থীদের ভর্তি করাই। যে কারণে ওই শিক্ষার্থীদের সন্ধান না পাওয়ায় টাকাটা আমার কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। আমি ওটা জেলা শিক্ষা অফিসারকেও জানিয়েছি। পদ্ধতিগতভাবে আমি ওই টাকা দিয়ে দেব।